দৈনিক বাংলা

তারিখ 07 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

31

স্কুলে ভর্তি ঃ নানা বাহানায় চুটিয়ে ব্যবসা

সুনীল ব্যানার্জি ঃ বিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকা। এই টাকা দিতে পারলেই আপনার সন্তান রাজধানীর নামকরা অন্তত গোটা দুয়েক স্কুলে ভর্তি হতে পারবে। অপেক্ষাকৃত আরো নামকরা স্কুলে ভর্তি হতে টাকার অঙ্ক বাড়তে পারে। এক্ষেত্রে মেধার তেমন প্রয়োজন নেই। নেই প্রয়োজন অন্য কোন যোগ্যতার। এমনকি, কোন কোন স্কুলে সময়সীমা পার হলেও ভর্তি করা যায়।

রাজধানীর নামকরা স্কুলে ভর্তির নামে এই ব্যবসা চলে আসছে কয়েক বছর ধরে। চলতি বছর এব্যবসার প্রসার বেড়েছে। সঙ্গে বেড়েছে ভর্তির জন্য এ ধরনের টাকার অঙ্কও। এবার ভর্তি মৌসুম শুরুর অনেক আগে থেকে চলছে জম-জমাট ব্যবসা। বিনা পুঁজির এ ব্যবসার মাধ্যমে এক শ্রেণীর শিক্ষক শিক্ষিকা আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হচ্ছেন।

খবর নিয়ে জানা গেছে ঃ একেক নামে এক এক নামকরা স্কুল এই টাকা নিচ্ছে। কেউ

(৩-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

স্কুলে ভর্তি

নিচ্ছেন স্কুলের উন্নয়ন খাতে অনুদানের নামে। কেউ সাহায্যের নামে। কেউ নিচ্ছেন স্কুলের মামলা খরচের নাম করে। কেউ কেউ আবার সরাসরি বলছেন 'কিছু চাঁদা' দিলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিবেদিত প্রাণ সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকা স্বচ্ছলতার মুখ দেখবেন।

অভিযোগ পাওয়া গেছে ঃ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত গোটা কয়েক নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির নামে এ ব্যবসা চুটিয়ে চলছে। এসব স্কুলে টাকার বিনিময়ে ভর্তি করার কথা স্কুলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক প্রত্যেকেরই জানা। কিন্তু জানা থাকলেই কারো তেমন করার কিছু নেই। যাদের টাকা আছে, তারা টাকার বিনিময়েই ছেলেমেয়েদের নামকরা স্কুলে ভর্তি করান। যাদের টাকা নেই তারা এসব স্কুলে ছেলেমেয়ে ভর্তি করতে পারেন না।

এদিকে, ভর্তি পরীক্ষার নামে রাজধানীর নামকরা অনেক স্কুল ফরমও বিক্রি করছে মোটা টাকায়। একটি হাইস্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে প্রায় একশ ছাত্র-ছাত্রী নেয়া হবে। এর জন্যে ছয় শতরও বেশী ফরম বিক্রি হয়েছে। প্রতিটি ফরম ৭০ টাকায়। অন্য একটি স্কুলে মাত্র ৬০ জন ছাত্রী নেয়া হবে বিভিন্ন ক্লাসে। এজন্য প্রতিটি ফরম এক শ টাকার বিনিময়ে পাঁচ শতরও বেশী বিক্রি করা হয়েছে। আরো কয়েকটি নামকরা হাইস্কুল ভর্তি ফরম বিক্রির মাঝে ভর্তির নামে নগদ টাকা নিতে শুরু করেছে। অন্য নামকরা কয়েকটি স্কুল এখনও ভর্তি ফরম বিক্রি শুরু করেনি। এরই মধ্যে ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকরা সংশ্লিষ্ট স্কুলে কিউ দিতে শুরু করেছেন।

জানা গেছে ঃ রাজধানীতে ২৮টি সরকারী হাইস্কুলসহ কয়েক শত হাইস্কুল রয়েছে। রয়েছে দেড় সহস্রাধিক কিন্ডারগার্টেন স্কুল। এরমধ্যে গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, উদয়ন হাইস্কুল, রেসিডেন্সিয়াল মডেল হাইস্কুল, সেন্ট যোসেফ হাইস্কুল, আইডিয়াল হাইস্কুল, ভিকারুন্নেছা নুন হাইস্কুল, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার হাইস্কুল, সেন্ট গ্রেগরী স্কুল, হলিক্রস হাইস্কুল, হারমান মেইনার হাইস্কুল, মনিপুর হাই স্কুল, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট হাইস্কুল রয়েছে। এসব স্কুলে ভর্তি হতে সবাই চায় অথচ স্কুলে সিট সংখ্যা নগন্য। তাই ফি বছর ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড় লেগেই থাকে। ভর্তির ক্ষেত্রে সুষ্ঠু কোন ব্যবস্থা না থাকায় ইদানীং ভর্তি নিয়ে নানা দুর্নীতি বেড়েছে। পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত কম নামকরা স্কুলে তেমন ভিড় হচ্ছে না। এরফলে এসব স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী অভাবে পড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসছেনা।

এ কারণে ভর্তির ব্যাপারে সুষ্ঠু নীতি থাকা প্রয়োজন। প্রয়োজনসংশ্লিষ্ট নীতি বাস্তবায়নের। এ দাবী শিক্ষক, অভিভাবক ছাত্র-ছাত্রী সকলের।